শাহজালাল সার কারখানা

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ■ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট, ২৪ মার্চ ২০১২

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা
১০ চৈত্র ১৪১৮, ২৪ মার্চ, ২০১২ইং

বাণী

হযরত শাহজালাল(রাঃ) স্মৃতিবিজড়িত পূণ্যভূমি সিলেটে তারই নামকরণে ফেঞ্চুগঞ্জে 'শাহজালাল সার কারখানা'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইউরিয়া সারের ঘাটতি পূরণে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ইউরিয়া সার উৎপাদনকারী 'শাহজালাল সার কারখানা'র গুরুত্ব অপরিসীম। এ ধরণের শিল্প স্থাপন সরকারের দূরদর্শী চিন্তা চেতনা ও শিল্পায়নের সদিচ্ছারই প্রতিফলন। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আমি জেনেছি আমাদের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী চীন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এ কারখানাটি স্থাপিত হচ্ছে। এ জন্য আমি চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমার বিশ্বাস এ সার কারখানাটি তৈরির মধ্য দিয়ে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি, চীনা অর্থায়নকারী ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি সাধুবাদ জানাই।

আমি 'শাহজালাল সার কারখানা'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সাফল্য এবং এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

একনজরে শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দেশের সর্ববৃহৎ কর্পোরেশন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ১৯৭৬ সালে পূর্বের তিনটি কর্পোরেশন যথা-বাংলাদেশ পেপার এ্যান্ড বোর্ড, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস এবং বাংলাদেশ টেনারিজ কর্পোরেশনের একত্রীকরন এবং পি.ও.২৭ এর দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে গঠিত হয়। বিসিআইসি'র অধীন বর্তমানে মোট ১৩টি প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে এর মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা রয়েছে।

৬টি সার কারখানার স্থাপিত বার্ষিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৩ লক্ষ মেঃ টন। বয়ঃবৃদ্ধির কারনে কারখানাগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ইতোমধ্যে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে দেশে ইউরিয়া সারের চাহিদা বার্ষিক প্রায় ৩০ লক্ষ মেঃটন। এ চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ (এনজিএফএফ) এলাকায় বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক, শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদনে "শাহজালাল সার কারখানা" স্থাপনের উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গ্রহন করা হয়েছে। কারখানাটির উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ নিম্নরূপঃ

১। প্রকল্পের নাম ঃ শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি) ২। ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) ৩। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জস্থ ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ (এনজিএফএফ) এলাকায় দৈনিক ১,৭৬০ মেঃ টন (বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেঃ টন) উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপন ৪। প্রকল্প এলাকা ঃ ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট ৫। জমির পরিমান ঃ ১৬৫ একর (প্রায়) (ক) ফ্যাক্টরি ঃ ৫২ একর (প্রায়) (খ) হাউজিং ও অন্যান্য ঃ ১১৩ একর (প্রায়) ৬। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ স্থানীয় মুদ্রা-১৪২২৯২, বৈদেশিক মুদ্রা-৩৯৮৬০৮, সর্বমোট ৫৪০৯০০ ৭। প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস ঃ (ক) চীন সরকার- Concessional Loan ১.৬০ বিলিয়ন আরএমবি ইউয়ান (প্রায় ২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং Preferential Buyer's Credit ঃ ৩২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ সর্বমোট ৫৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (খ) বাংলাদেশ সরকার-১৪২২.৯২ কোটি টাকা। ৮। ক) ঋণের সুদের হার- বার্ষিক ২.০% খ) পরিশোধের সূচি-২০ বছর (গ্রেস পিরিয়ড সহ, ৩০টি সমান কিস্তিতে) ৯। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল- জানুয়ারি, ২০১২ ইং থেকে জুন, ২০১৫ ইং পর্যন্ত (৩৮ মাস) ১০।(ক) প্রকল্পের সাধারন ঠিকাদার- চীনের মেসার্স চায়না ন্যাশনাল কমপ্লিট প্ল্যান্ট ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (কমপ্লান্ট) (খ) প্রকল্পের ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান- চীনের মেসার্স চায়না চেংদা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিঃ (মেসার্স চেংদা) ১১। প্রসেস লাইসেন্সর- ক) এ্যামোনিয়া - Kellog Brown & Roots (KBR), USA. খ) ইউরিয়া - Stamicarbon b.v, The Netherlands. গ) ইউরিয়া গ্র্যানুলেশন-Stamicarbon's Urea Granulation

বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (১১ ডিসেম্বর, ২০১১)

১২। চুক্তি মূল্য (এলএসটিকে)- ৫৮০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৫৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চীনা সরকারের ঋন এবং ১৫১.৪২ কোটি টাকা জিওবি) ১৩।(ক) প্রকল্পের মূল কাঁচামাল- প্রাকৃতিক গ্যাস (খ) কাঁচামালের ব্যবহারিক হার- প্রতি মেঃ টন ইউরিয়া উৎপাদনে ২২ এমসিএফ ১৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এসটিজি-১২X২=২৪ MW, ডিইজি-১.৮X১=১.৮ MW, ইডিইজি-১.০X১=১.০ MW, পিডিবি-৩৩/৬.৩ KV, ১০ MVA (স্ট্যান্ডবাই) ১৫। ইউরিয়া কোয়ালিটি নাইট্রোজেন (ন্যুনতম)-৪৬.১% বাইওয়েট, বাল্প (সর্বোচ্চ)-০.৩০%বাইওয়েট,বাই-ইউরেট (সর্বোচ্চ)-০.৯০% বাইওয়েট, ফরমালডিহাইড (সর্বোচ্চ)-০.৩৫% বাইওয়েট ১৬। গ্রানুল সাইজ ২-৪ মিমি (নূন্যতম) ৯০% ১৭। স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বাল্ক ইউরিয়া - ৭০,৪০০ মেঃটন, ব্যাগড ইউরিয়া - ১৫,০০০ মেঃটন, লিকুইড এ্যামোনিয়া - ১০,০০০ মেঃটন ১৮। হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ব্যাগিং-২৪০ মেঃটন/ঘন্টা ১৯। জনবল বাস্তবায়নকালীন মোট-১২৫ জন, পরিচালনাকালীন মোট-৬৪৬ জন ২০। অন্যান্য সুবিধা- বিনোদন সুবিধাসহ চিকিৎসা কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ইত্যাদি ২১।ডেট এবং ইকুইটি রেশিও-৬০:৪০ ২২। প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষন-স্থানীয় বিক্রয় মূল্য বিবেচনায়-(ক) (i) বিসিআর (আর্থিক) -০.৮২০ (ii) বিসিআর (অর্থনৈতিক)-০.৮৮৫ (খ) (i) আইআরআর(আর্থিক)-১২.৫০% (ii) আইআরআর (অর্থনৈতিক)-১৩.১১%, আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য বিবেচনায়-(ক) (i) বিসিআর (আর্থিক) -১.২৯২ (ii) বিসিআর (অর্থনৈতিক) -১.৩৯৪ (খ) (i) আইআরআর(আর্থিক)- ২০.২৪% (ii) আইআরআর (অর্থনৈতিক)-২২.২৯% ২৩। প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ঃ ০১-১২-২০১১ইং প্রকল্পের ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, ১১-১২-২০১১ইং প্রকল্পের সাধারন ঠিকাদার মেসার্স কমপ্লান্টের সাথে বিসিআইসি'র বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, ২১-০১-২০১২ইং প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য চীন সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের প্রকল্প ঋন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

শাহজালাল সার কারখানাটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে প্রায় ৫.৮০ লক্ষ মেঃটন পরিমান সার আমদানি হ্রাস পাবে। এর প্রেক্ষিতে দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। তাছাড়াও কারখানাটির উৎপাদিত সার কৃষি কাজে ব্যবহারের ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হবে এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রকৌঃ মোঃ কামরুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক, এসএফপি।

দীপক রঞ্জন দত্ত
পরিচালক (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১০ চৈত্র ১৪১৮, ২৪ মার্চ, ২০১২ইং

বাণী

সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে ২৪ মার্চ ২০১২ 'শাহজালাল সার কারখানার' শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে দেশের জনগন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বার্ষিক ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৮ শত মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন এই গ্রানুলার ইউরিয়া সার কারখানা নির্মাণে ৫ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এ সার কারখানা নির্মাণে আর্থিক সহায়তার জন্য আমি চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমান সরকার একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

'শাহজালাল সার কারখানা' দেশের ক্রমবর্ধমান সারের ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি শাহজালাল সার কারখানার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী

অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১০ চৈত্র ১৪১৮, ২৪ মার্চ, ২০১২ইং

বাণী

বর্তমান সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২১ সাল নাগাদ এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই সম্ভাব্য বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য ,আয়-দারিদ্র ও মানব-দারিদ্র নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্য-প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে।

"রূপকল্প ২০২১" এর অন্তর্নিহিত দর্শন যথাযথ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়ন ব্যতিরেকে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন চিন্তা করা যায় না। তাই সরকার প্রতি বাজেটেই কৃষি খাতে ভর্তুকি দিচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গুরুত্ব দিচ্ছে।

কৃষি ফলন নিশ্চিতের লক্ষ্যে সার উৎপাদন,ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এই সরকার। সিলেটে পাঁচ দশক আগে এদেশের প্রথম সার কারখানা স্থাপিত হয়। এইটি বর্তমানে প্রায় অচল ও ব্যয়বহুল । ফেঞ্চুগঞ্জের এই সার কারখানা বন্ধ করে সেখানে একটি আধুনিক সার কারখানা নির্মাণের দাবি প্রায় দু'দশক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেতা থাকাকালেই এখানে একটি বৃহৎ সার কারখানা স্থাপনের অঙ্গীকার করেন, সেই অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী মহাচীনের সহায়তায় শাহ্জালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আশা করা যায় তিন বছরের মধ্যে এই আধুনিক সার কারখানা উৎপাদনে যাবে এবং কৃষির উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রাখবে।

এ শুভলগ্নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)

মন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১০ চৈত্র ১৪১৮, ২৪ মার্চ, ২০১২ইং

বাণী

বর্তমান সরকার কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম হলো ফলন বৃদ্ধি ও শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণসহ কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করা, লাভজনক উপায়ে শস্য উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কৃষি জমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং তৃণমূল পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও সার সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

সরকারের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি- ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। সরকারের এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উপাদান হলো রাসায়নিক সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে সারের চাহিদা পূরণের জন্য বহু পুরাতন ও জ্বরাজীর্ণ সার কারখানাগুলো যথাযথ সংরক্ষণ ও নতুন সার কারখানা স্থাপনের কোন বিকল্প নেই।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বন্ধু রাষ্ট্র চীনের সহায়তায় সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত, শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব দৈনিক ১৭৬০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন 'শাহজালাল ফার্টিলাইজার' নামক ইউরিয়া সার কারখানা বাস্তবায়ন কর্মসূচী শুভ উদ্বোধন এ সময়ে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আমি এ সার কারখানা স্থাপন কার্যক্রমে জড়িত সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং নির্ধারিত সময়ে কারখানা স্থাপন সম্পন্ন হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী)

শিল্পমন্ত্রী

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১০ চৈত্র ১৪১৮, ২৪ মার্চ, ২০১২ইং

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন বলে আমি আনন্দিত। এটি কৃষক সমাজসহ গোটা দেশবাসীর জন্য একটি সুখবর। দীর্ঘ ২২ বছর পর দেশে এধরণের একটি সার কারখানার নির্মাণ কাজ শুরু হল। এর মাধ্যমে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হবে বলে আমি আশাবাদী।

নিরবচ্ছিন্ন কৃষি উৎপাদনের জন্য সুষ্ঠ সার ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। মহাজোট সরকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই দেশে সুষ্ঠ সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। বিগত তিন বছরে দেশের কোথাও সারের কোন ধরণের সংকট হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক সময় সারের জন্য চাষিদের জীবন দিতে হয়েছে, সারের পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়েছে। বর্তমানে কৃষক সারের পেছনে নয়, সারই কৃষকের পেছনে ঘুরছে। দেশব্যাপী সারের এ সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত মহাজোট সরকারের।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান দিতে, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো জরুরি। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের মূল্য অনিয়ন্ত্রিতভাবে ওঠা-নামা করায় সময়মতো সার আমদানি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ ধরণের প্রেক্ষাপটে দেশে নতুন সার কারখানা স্থাপন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এটি সারের নিরাপদ মজুদ গড়ে তুলতে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

শাহজালাল সার কারখানা প্রকল্প বর্তমানে বিদেশি বিনিয়োগে মহাজোট সরকার গৃহীত অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প। চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় এ কারখানা নির্মাণ করা হলেও এতে যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা দেয়ায় আমি চীন সরকারের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে, বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে-আজকের এ শুভক্ষণে এটাই আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে এ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দিলীপ বড়ুয়া

Ambassador
People's Republic of China
in Bangladesh
March 20, 2012

It gives me great pleasure that Her Excellency Sheikh Hasina Wazed, the Honorable Prime Minister of People's Republic of Bangladesh is going to inaugurate the Shahjalal Fetilizer Project (SFP) of BCIC under the Ministry of Industries, Government of Bangladesh. As the single largest project ever financed by the Government of China, SFP gets a funding of 1.6 billion RMB yuan and 325 million US dollars from the Chinese side. COMPLANT, one of the most famous state - owned enterprises of China will implement this important government -to-government project.

Since the establishment of diplomatic relationship between China and Bangladesh, China has always been extending the help within its capacity to Bangladesh on projects concerning its national development and people's livelihood. Agriculture is the pillar of both Chinese and Bangladeshi national economy. Agriculture even has more special significance to 150 million Bangladeshi people. SFP can ease the severe situation of fertilizer supply, meanwhile save valuable foreign exchange reserves for Bangladesh. Therefore, it is very important for Agricultural and economical development of Bangladesh. The Chinese Government is happy to make contributions to the agricultural development of Bangladesh. I see SFP another milestone in the development process of China-Bangladesh relationship and I'm confident that this project will play a significant role in ensuring the provision of urea fertilizer to Bangladeshi farmers and make positive contributions to the agricultural development of Bangladesh.

I hope this project a grand success!

Li JUN

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১০ চৈত্র ১৪১৮, ২৪ মার্চ, ২০১২ইং

আজ ২৪ মার্চ,২০১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সদয় হয়ে শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং উদ্যমের ফসল হিসেবে দীর্ঘ দুই দশক পর বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন পূন্যভূমি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী নামে একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সার কারখানা স্থাপন করতে যাচ্ছে।

বিসিআইসি দেশের একটি অবদানমূখী সংস্থা। এই সংস্থা নিজস্ব উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বিসিআইসি নিয়ন্ত্রনাধীন সার কারখানাগুলো পুরোনো হওয়া সত্ত্বেও সংস্থার নিবেদিত দক্ষ জনশক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সচল রেখে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে। এই সার কারখানার নির্মান কাজ সম্পন্ন হলে কৃষিতে ক্রমবর্ধমান ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দেশ আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।

আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমি বিসিআইসি'র সকল শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

মোঃ গোলাম রব্বানী

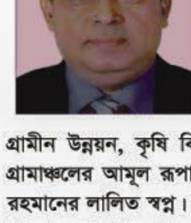

শিল্প সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১০ চৈত্র ১৪১৮, ২৪ মার্চ, ২০১২ইং

বাণী

গ্রামীন উন্নয়ন, কৃষি বিপ্লবের বিকাশ ও অন্যান্য শিল্প বিকাশের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধন ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।' বাংলাদেশে শিল্পায়নের রুপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর সেই আদর্শের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণের পথিকৃৎ, নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রুপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

দেশের কৃষি ও শিল্প খাতের সমন্বয় ও উন্নয়ন ব্যতিরেকে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সরকার কৃষির পাশাপাশি শিল্প খাতের উন্নয়নকেও অধিকতর প্রাধান্য দিচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শিল্পখাতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার একটি প্রধান উপাদান হল রাসায়নিক সার। ২৪ মার্চ '১২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ২০ বছরের প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র চীন এর সহযোগিতায় সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে শাহ্জালাল সার কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত, জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব দৈনিক ১৭৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কারখানাটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের বর্তমান সারের চাহিদার একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ পূরণ করা সম্ভব হবে।

'রূপকল্প - ২০২১' এর অন্তর্নিহিত দর্শন যথাযথভাবে উপলব্ধি করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড আগামী দিনগুলোতে আরো শাণিত ও জাজ্বল্যমান হিসেবে প্রতিভাত হবে, এই আমাদের প্রত্যয়দৃপ্ত অঙ্গীকার। আমি এ কর্মযজ্ঞের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী)

শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)